



36832 - আমরা লাইলাতুল কদরে কী কী ইবাদত পালন করতে পারি এবং সটেকি কোন রাত

প্রশ্ন

লাইলাতুল কদর কভাবে পালন করা উচিত? সটেকি কনিামায, কুরআন তলোওয়াত, সরিত আলচোচনা, ওয়াজ নসহিত, দকিনরিদশোনা মূলক বক্তব্য এবং এর জন্য মসজদি একত্রতি হওয়ার মাধ্যমে উদযাপন করতে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমজানরে শেষে দশকে নামায, কুরআন তলোওয়াত ও দোয়ার মধ্যে এত বেশী সময় দতিনে যা অন্য সময়ে দতিনে না। আয়শো (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী ও মুসলমি বর্ণনা করছেন যে, রমজানরে শেষে দশরাত্রি শুরু হলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাত জগে ইবাদত করতনে তাঁর পরিবারবর্গকে জাগিয়ে তুলতনে এবং স্ত্রী-সহবাস থেকে বরিত থাকতনে। ইমাম আহমাদ ও মুসলমি বর্ণনা করছেন যে: “তনি রমজানরে শেষে দশকে এত বেশী ইবাদত করতনে যা অন্য সময়ে করতনে না।”

দুই:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমানরে সাথে ও সওয়াব পাওয়ার আশায় রাত জগে নামায আদায় করতে উদ্বুদ্ধ করছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি ঈমানরে সাথে ও সওয়াবরে নয়িত লাইলাতুল ক্বদরে (ভাগ্য রজনীতে) নামায আদায় করবে তার অতীতরে সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দয়ো হবে।” [সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলমি] এই হাদীস প্রমাণ করে যে, ভাগ্য রজনীতে কয়ামুল লাইল (রাত্রীকালীন নামায) আদায় করা শরয়ি বিধান।

তনি:

লাইলাতুল ক্বদরে (ভাগ্য রজনীতে) পঠিতব্য সবচেয়ে ভালো দোয়া হচ্ছে- যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়শো (রাঃ) কে শিক্ষা দয়িছেন। যটেকি তিরমযি আয়শো (রাঃ) থেকে সংকলন করছেন এবং সহীহ আখ্যায়তি করছেন: তনি বলেন: আমি বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি জানতে পারি কোন রাতটি লাইলাতুল ক্বদর (ভাগ্য রজনী) তবে সে রাততে আমি কী



পড়ব? তিনি বললেন, তুমি বলবে:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوفٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.

“আল্লাহুম্মা ইন্নাকা ‘আফুউউন তুহবিবুল ‘আফওয়া ফা ‘ফুউ ‘আন্নী (অর্থ: হে আল্লাহ আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে আপনি ভালবাসেন, অতএব আমাকে ক্ষমা করে দনি।)

চার:

রমজানরে বশিষে কোন একটা রাতরকি ভাগ্য রজনী হিসেবে সুনর্দিষ্ট করতে হলে এ বিষয়ে সুনর্দিষ্ট দলীলরে প্রয়োজন। কিন্তু শেষে দশকরে বজেড়ে রাতগুলোতে ভাগ্য রজনী হওয়া অন্য রাতগুলোতে ভাগ্য রজনী হওয়ার চয়ে বশে সম্ভাবনাময় এবং রমজানরে সাতাশতম রাত ভাগ্য রজনী হওয়ার সম্ভাবনা সবচয়ে বশে। এ বিষয়ে বর্ণতি হাদিসগুলো আমরা যা উল্লেখ করছে সটোই প্রমাণ করে।

পাঁচ:

কস্মনিকালেও যদি আত (দ্বীনরে মধ্যে নতুন প্রবর্ততি বিষয়) করা জায়যে নহে। রমজানরে মধ্যেও না, রমজানরে বাইরেও না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণতি হয়ছে যে তিনি বলছেন: “যে ব্যক্তি আমাদরে এই শরয়িতরে এমন কিছু প্রবর্তন করল যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।” অন্য এক রওয়াকে আছে, “যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যা আমাদরে শরয়িতরে অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।”

রমজানরে নর্দিষ্ট কিছু রাতরে অনুষ্ঠান উদযাপনরে কোন ভিত্তি আমাদরে জানা নহে। উত্তম আদর্শ হছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ এবং সবচয়ে নর্কিষ্ট হছে- যদিআত (নতুন প্রবর্ততি বিষয়সমূহ)।

আল্লাহই তাওফকিদাতা।